আর এক সুকান্ত

শিবপ্রসাদ রায়

আর এক সুকান্ত

শিবপ্রসাদ রায়

প্রাপ্তিস্থান

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী, ১৯৮২

মুদ্রণ ঃ
মহামায়া প্রেস অ্যান্ড বাইন্ডিং
৩০/৬/১, মদন মিত্র লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রকাশক ঃ
তপন কুমার ঘোষ
৫, ভুবন ধর লেন
কলকাতা-৭০০০১২

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

এই লেখকের অন্যান্য রচনা

সময়ের আহ্বান
আমি স্বামীজি বলছি
অনুপ্রবেশে বিনাযুদ্ধে ভারত দখল
চতুর্বর্গ / বঙ্কিমচন্দ্র / তিন বিঘা নিয়ে
আমরা ও তোমরা
ছাগলাদ্য নেতৃত্ব এবং কাশ্মীর
আসুন সবাই মিলে আর এস এসকে খতম করি
নষ্ট্রাডামাসের সেঞ্চুরী ও পৃথিবীর ভবিষ্যৎ
সর্বধর্ম সমন্বয়কারী হইতে সাবধান
বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা
ধর্ম নিয়ে দু'চার কথা
দর্পণে মুখোমুখী
রহস্যময় আর এস এস
চলমান ঘটনা বহ্নিমান পর্বত
রক্তে যদি আগুন ধরে
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নামে বজ্জাতি
ক্রুশ বাইবেলের অন্তরালে
দেশে দেশে জয়যাত্রা
আর এক সুকান্ত
হাসির চেয়ে কিছু বেশী
শয়তানেরা ঘুমোয় না
বুদ্ধিজীবী সমীপেষু
We want Babri Maszid
মারমুখী হিন্দু

প্রকাশকের কথা

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য বাঙালীর মনের একটি নরম স্থান। এমনকি যে কম্যুনিষ্ট, মার্ক্সবাদী নয় তার কাছেও। এই ছোট্ট লেখাটি সেই কবি সুকান্তের প্রতিই শ্রদ্ধার্ঘ্য লেখক শিবপ্রসাদ রায়ের। একজন ঝরে যাওয়া একটি তাজা প্রাণ একটা সম্ভাবনাময় প্রতিভার অকালমৃত্যু লেখককে যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে। তাই তিনি উন্মোচিত করেছেন এই অপরাধের দোষীদের। আর তাতেই ফুটে উঠেছে কম্যুনিষ্ট পার্টির অমানবিক চোহারাটা। রাশিয়ায় মার্ক্সবাদ কবরস্থ হওয়ার পর লৌহ যবনিকা উঠে গেল। তখন আর্কাইভ থেকে উন্মুক্ত হল মিত্রোখিনের তথ্যাবলী। তাতে জানা গেল ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সোভিয়েত রাশিয়া কি বিপুল পরিমাণ টাকা দিয়ে এসেছে। তবু বিনা চিকিৎসায় অনাহারে মরতে হল আদর্শবাদী সুকান্তকে। সেই অমানবীয় বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনীই লেখক এখানে তুলে ধরেছেন। এই মার্ক্সবাদ নেতা ও কর্মীদেরকে কিরকম অমানবিক দেশদ্রোহী করে তোলে, তা জানতে হলে সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখা 'জাগরী' উপন্যাসটি পড়া দরকার। সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের জীবন ও মৃত্যু মার্ক্সবাদী পাপের এক জীবন্ত আখ্যান।

আর এক সুকান্ত

না, এ অন্য কোনো সুকান্ত নয়। আমাদের প্রিয় পরিচিত এক এবং অদ্বিতীয় কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য্য। স্বপ্নে আর আগুনে মেশানো একটা ইস্পাত - কঠিন জীবন যা পরিণত হয়ে উঠতে পারলো না। আজকে যারা অবসরবিনোদনকে মধুর করার জন্য—রানার, বিদ্রোহ, অবাক পৃথিবী গান শোনেন সেই পেশাদার বিপ্লবীরাই তিলে তিলে সুকান্তকে হত্যা করেছে। তার মৃত্যুর পর তাকে নিয়ে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবসা বাড়িয়েছে, আজও তা অব্যাহত। সুকান্তকে পুরো সময় পার্টির কাজে লাগানো হয়েছে। তার কবিতা কম্যুনিষ্ট দেশগুলোয় অনুবাদ করানো হয়েছে। "স্বাধীনতা" নামে অধুনালুপ্ত দৈনিক পত্রিকায় কিশোর বিভাগটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কর্মঠ, প্রতিভাদীপ্ত এই কিশোরটির দিন চলে কিভাবে কোনো কমরেড তার খোঁজ নেয়নি। খোঁজ নিয়েও উপেক্ষা করেছে, এদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা হয়েছিল সুকান্তর। ততদিনে কম্যুনিষ্ট পার্টি পরিকল্পিতভাবে তার জীবনীশক্তি হরণ করে ফেলেছে। মার্ক্সবাদীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বুকে নিয়ে সুকান্তকে অসময়ে চলে যেতে হয়েছে। প্রচারের কুয়াশায় এ সুকান্তকে আমরা অনেকেই

জানি না। সুকান্ত তার বাল্যজীবনে স্নেহ-মমতা প্রায় পায়নি বললেই হয়। তার অত্যন্ত কাছের মানুষ ছিল জেঠতুত দিদি রাণী। সুকান্তর যখন মাত্র এগারো বছর বয়স তখন তার প্রিয় রাণীদির মৃত্যু হয়। প্রায় কাছাকাছি সময়ে তার মা'ও মারা যান। তার প্রৌঢ় পিতা সারাদিন ব্যস্ত একটি বইয়ের দোকান নিয়ে। নামেই দোকান, আয় উপার্জন বিশেষ হ'ত না। ফলে দারিদ্র্যদশা ছিল সুকান্তর ছায়াসঙ্গী। কানটাও ভালো ছিল না, কম শুনতো। দু'দুবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে ফেল করেছিল। সুকান্তর কিন্তু তীব্র ইচ্ছা ছিল আমি কবি হবো এবং সেইসঙ্গে হবো বাংলার অধ্যাপক। শ্রমিক নেতা কে, জি, বসুর কাছে সুকান্ত দুঃখ করে বলেছিল : আমি কোনদিনই বাংলার অধ্যাপক হতে পারবো না, আমি অঙ্কে ফেল করি। ম্যাট্রিক পাশই করতে পারবো না কোনদিন। এ কথার পরও তার দিকে কেউ সহানুভূতি কিম্বা সহযোগিতার মনোভাব দেখায় নি। আধময়লা নোংরা জামা এবং পায়জামা, রুক্ষ এলোমেলো চুল, পায়ে শতছিন্ন চটি অথবা নগ্ন পায়েই সর্বত্র দেখা যেত সুকান্তকে। শৈশব এবং যৌবনের মাঝামাঝি অবস্থাটাই হচ্ছে কৈশোরত্ব। এই বয়সে মন থাকে শূন্য কিন্তু কিছু একটা করার জন্য কিছু একটা পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা এই বয়সেরই বৈশিষ্ট্য। পলিটিক্যাল পার্টির আড়কাঠিরা এই বয়সের ছেলেদের ধরবার জন্য ওৎ পেতে থাকে। সুকান্তকে ধরল কম্যুনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া। কিশোর সুকান্তও আঁকড়ে ধরল কম্যুনিষ্ট পার্টিকে। এ বয়সে বিচারবুদ্ধি পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা থাকে না। নতুনের হাতছানিতে এখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সুকান্ত।

নিঃসন্দেহে সুকান্ত এক অসাধারণ কাব্য প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিল! গবেষকরা বলেন মাত্র একুশ বছর বয়সে সুকান্ত বাংলা সাহিত্যে যা দিয়ে গেছে তা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও ওই বয়সে দিতে পারেন নি। সুকান্তর কবিত্ব শক্তি জীবনের চৌরাস্তায় না গিয়ে পার্টির চোরাগলিতে ঢুকে পথভ্রষ্ট হয়ে গেল। কবি বুদ্ধদেব বসু বেদনার সঙ্গে বলেছিলেন ঃ কবি হবার জন্য জন্মেজিল সুকান্ত, কবি হবার আগেই তার মৃত্যু হ'ল। বুদ্ধদেব বসু তাঁর সুকান্ত প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ সৈনিক পংক্তিতে বন্দী হলে, কোন মতবাদের দাসত্ব স্বীকার করলে, কবিত্ব শক্তির স্বাভাবিক বিকাশ কিভাবে অবরুদ্ধ হয় তারই উদাহরণ সুকান্ত। তিনি একটি ব্যক্তিগত পত্রে সুকান্তকে সতর্ক করেছিলেন ঃ রাজনৈতিক পদ্য লিখে শক্তির অপচয় করছ তুমি, তোমার জন্য দুঃখ হয়। এর প্রতিটি শব্দ বিধৃত আছে বুদ্ধদেব বসুর সুকান্ত প্রবন্ধে সাত এবং দশের পৃষ্ঠায়। সুকান্ত তখন থাকতো মার্ক্সবীদী পরিবেশে, তাই এসব উপদেশে কোন কাজ হয়নি। তার কমরেড দাদারা তাকে উদ্দীপ্ত করত দিনরাত পার্টির আদর্শে কবিতা লিখতে। সেইসব কবিতা প্রকাশিত হত তখনকার কম্যুনিষ্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র স্বাধীনতা পত্রিকায়। সুকান্তের কবিতা বিষয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন ঃ সুকান্তর কবিতার কিছু কিছু স্থূলতা আমাদের চোখে পড়েই। তার কবিতা বড় বেশী সোজাসুজি, বড় সরল কোথাও ভাবপ্রবণতা কাব্যরসে রূপান্তরিত হতে পারেনি। শব্দ কবিতার প্রাণ, বিশুদ্ধ শব্দের সেই অনুসন্ধানের জন্য সুকান্ত বেশী সময় দিতে পারেনি। জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের মতো সময় সুকান্তের

হাতে ছিল না। সে নিজেও স্বীকার করেছে "বাইরের পৃথিবীকে আমি জানি না চিনি না। আমার পৃথিবী আমার কলকাতার মধ্যেই সম্পূর্ণ।" সুকান্ত মারা যায় ক্ষয়রোগে। এ রোগ একদিনে হয় না। আর রোগী অল্পদিনে মরে না। কম্যুনিষ্ট পার্টি সুকান্তকে পেয়েছিল বিনাপয়সায় সর্ব সময়ের অক্লান্ত কর্মী। কিন্তু পার্টি শুধু তাদের কাজটাই বুঝত। সুকান্ত কোথায় খায়, কোথায় স্নান করে, তার শরীরটা কেমন এসব খোঁজ রাখত না। তার বাড়ীতেও তেমন কেউ ছিল না যে তাকে একটু 'ওয়াচ' রাখে। সুকান্তর দাদা রাখাল ভট্টাচার্য্য "সুকান্তের শেষ জীবন" প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ কাক ডাকা ভোরে সুকান্ত বেরিয়ে যায় পার্টির কাজে, কি যে কাজ আমি তা আজও জানি না। তার এত ব্যস্ততা যে বাড়ী এসে খেয়ে যাবার সময়টুকুও নেই। অনেকদিন সুকান্ত চানাচুর খেয়ে পেটভরে জল খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। পকেটে থাকত না টাকাপয়সা, পায়ে হেঁটেই নারকেলডাঙ্গা বেলেঘাটা থেকে সারা কলকাতার পার্টির কাজ করে বেড়াত! পার্টির দাদারা যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত, কে খবর রাখবে সুকান্তর কি করে চলছে? সুকান্তকে পার্টির নেতারা চট্টগ্রামে ছাত্র সম্মেলনে যেতে বলে, কিন্তু তার কাছে টাকাপয়সা আছে কিনা কেউ খোঁজ নিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেমন হলো? ও বলল আসবার পথে দুদিন ক্ষিধেয় খুব কষ্ট পেয়েছি, কিছুই খাইনি, একটাও পয়সা ছিল না। সুকান্তের শেষ জীবন প্রবন্ধে ওর দাদারই লেখা ১৭৮ পাতায় উল্লেখ আছে। সুকান্তর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী তখনকার দিনের ছাত্র ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক অন্নদাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য সুকান্তর

মৃত্যুর পর স্বীকার করেছেন ঃ প্রায়শঃই বেলেঘাটা থেকে সে হেঁটে আসত হেঁটেই ফিরতো। সারা দিনরাত অবধি নানাকাজে ব্যস্ত থাকত। খাবারদাবার ঠিকমতো জুটতো না। এমনিতেই দুর্বল শরীর, তার ওপর অতিরিক্ত পরিশ্রম। এজন্যই বোধহয় শরীর ভেঙে পড়ে তার। এ কথার অর্থ—সুকান্ত সম্পর্কে পার্টি সবই জানত, কিন্তু কিছুই করেনি। যা করা হয়েছে সেটা এক ধরনের নৃশংস রসিকতা। যা একমাত্র মনুষ্যগোষ্ঠীতে মার্ক্সবাদীদের পক্ষেই সম্ভব। সুকান্তের অর্থাভাব দেখে পার্টি ঠিক করল ওকে নিয়মিত কিছু টাকা দিতে হবে। 'শেষ জীবন' প্রবন্ধে দাদা রাখাল ভট্টাচার্য্য লিখছেন ঃ সুকান্ত তখন স্বাধীনতার পাতায় কিশোরসভা পরিচালনা শুরু করেছে। ওর বৌদিকে এসে সোল্লাসে জানালো পার্টি ওয়ার্কার হিসাবে আমাকে মাসে ত্রিশ টাকা করে দেবে বলেছে। সেই ত্রিশ টাকা দিয়ে কত কি করবার কল্পনার ফানুষ ওড়াচ্ছে বাস্তববাদী সুকান্ত। কাজ করার মধ্যে খাওয়া এবং প্রয়োজনবোধে ট্রামে বাসে চেপে সময় ও পরিশ্রম বাঁচানোর খরচও সেই পরিকল্পনার মধ্যে। মাস শেষ হলো, সুকান্ত মাত্র পাঁচটি টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরলো। হতাশায় মুখ কালো করে বৌদিকে বলল ঃ .... দা বল্লেন, তুমি তো ঘরের ছেলে তোমাকে আর কি পয়সা দেবো। পাঁচটাকা অন্তত ঃ সুকান্তকে কাজের মধ্যে কিছু খাবার উপায় করে দিয়েছিল। পরের মাসে সেই নগদ পাঁচটাকাও জুটলো না, পেল পাঁচটাকার ট্রামের কুপন। তা ভাঙিয়ে খাবার মেলে না। অতএব হাঁটা একটু আধটু বাঁচলেও উপবাস কায়েম হয়ে গেল। এগুলো আছে একশো আশি পাতায়।

জেনে বুঝে একটি মানুষকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কি বলা যায়! সেদিন যদি সুকান্তর জন্য মাসে ত্রিশটি টাকার বন্দোবস্ত করেও তা ফিরিয়ে না নেওয়া হ'ত তাহলে কবিকে কিশোর অবস্থায় হারিয়ে যেতে হ'ত না। সুকান্ত সব বুঝতো। তার হতাশা, ক্রোধ, বিরক্তি ফেটে পড়েছে কবি অরুণাচল বসুকে লেখা চিঠিতে। লক্ষ্যণীয়, সুকান্ত ঘৃণায় পাঁচটি টাকা হাতে ধরিয়ে দেওয়া কমরেডের নাম উচ্চারণ করেনি। তাছাড়া কম্যুনিষ্ট পার্টির বহু কাজ মন থেকে সমর্থন করতে পারছিল না সুকান্ত। বুঝতে পারছিল তাকে নিঙড়ে নিয়ে পার্টি ছিবড়ের মতো ফেলে দিচ্ছে। বিশ্বজুড়ে কম্যুনিষ্ট পার্টির ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত ছিল এবং আজও আছে। সুকান্ত যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়েছে জেনেও পার্টির তথাকথিত দরদী নেতৃবৃন্দ যে চরম ঔদাসীন্য, উপেক্ষা, অবহেলা দেখিয়েছে তা ক্ষমার অযোগ্য। নেতাদের আরাম-আয়েসের জন্য টাকার অভাব কম্যুনিষ্ট পার্টিতে কোন দিন ছিল না। রাশিয়া থেকে যথেষ্ট টাকা আসতো। সুকান্তর মতো না খেতে পেয়ে যক্ষ্মায় কিম্বা নানারোগে ভুগে গ্রামে-গঞ্জে মরেছে নির্বোধ কমরেডরা। তাদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে নতুন প্রজন্মকে ঐ এক লাইনে ফেলা হয়েছে, বাধ্যতামূলক মৃত্যুকে মহিমা দিয়ে বলেছে আত্মত্যাগ। এই টেকনিক ধরা পড়ে গেছে। তাই কম্যুনিষ্ট শব্দটিই আজ বিশ্বজুড়ে ঘৃণ্য হয়ে উঠেছে। সুকান্ত যখন মৃত্যুশয্যায় ধুঁকছে তখন রাশিয়ার পয়সায় দিল্লীতে গড়ে উঠেছে পার্টির প্রাসাদ। কম্যুনিষ্টরা দেশকে ভালোবাসতে পারে না এটা সবাই জানে। কারণ মার্ক্সবাদে দেশপ্রেম একটা নোংরা সঙ্কীর্ণ মনোভাব। সুকান্ত

এবং সুকান্তর মতো বহুক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দলের নিষ্ঠাবান কর্মীদের প্রতিও তাদের কোনো প্রেম, ভালোবাসা, সমবেদনা থাকে না। কবি বিষ্ণু দে বিস্ময়কর সুকান্ত প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ এই সেদিন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে জানালাম সুকান্তের অসুখের কথা, অর্থাভাবে তার চিকিৎসা হচ্ছে না। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মর্মাহত হয়ে টাকা তোলার কথা বললেন। আশ্চর্যের কথা কম্যুনিষ্ট পার্টি কিম্বা তার কোন শাখা সংগঠন একটা অনুষ্ঠান করে টাকা তোলার কথা ভাবল না। গণনাট্য সংঘ সারা বাংলায় দাপিয়ে গণসঙ্গীত গেয়ে বেড়াচ্ছে। নবান্ন, ছেঁড়াতার নাটক করছে। সুকান্তর দীর্ঘশ্বাস, কাশির শব্দ নবনাট্য আন্দোলনের আনন্দে চাপা পড়ে গেল। কেউ শুনতে পেল না। সুকান্তর মৃত্যুর পর কম্যুনিষ্ট পার্টি আবার তাকে পার্টির খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করেছে। দেশজুড়ে প্রচার করেছে এতবড় প্রতিভাশালী কবি আর জন্মায়নি। পুঁজিবাদী দেশে প্রতিভার কোনো মূল্য নেই, ভবিষ্যৎ নেই। তাই না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেল সুকান্ত। সুতরাং এই সমাজ বদলানো দরকার। পার্টির কমরেডদের চিকিৎসার জন্য ১০ নম্বর রওডন স্ট্রীটে নিজেদের রেড কিওর হোম ছিল, সেখানে কিছুদিন রাখা হয়েছিল সুকান্তকে। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে সুকান্ত নিজেই লিখেছে। পরিবেশ ছিল মনোরম, পার্টির হিরোদের সঙ্গে সংযোগ আত্মতৃপ্তি দিল, কিন্তু সে হাসপাতালের কোমল শয্যা ছিল ওষুধ পথ্যহীন— একথা সুকান্ত সমগ্র ৩৪৫ লিপিবদ্ধ আছে। রেড কিওর হোম থেকে ছাড়া পেয়ে সুকান্ত বাবার কাছে নারকেলডাঙ্গায় চলে

গেল। ব্যবস্থা হ'ল ওখানে পার্টির ডাক্তার আসবে পরীক্ষা করতে ও ইঞ্জেকশান দিতে। রোজই গিয়ে শুনি ডাক্তার আসেনি। ডাক্তারে না আসা এবং অচিকিৎসা যখন অসহ্যরকম ক্রনিক হয়ে গেল তখন সুকান্তকে শ্যামপুকুরে নিয়ে আসা হ'ল। সন্দেহবাদীরা রাখল ভট্টাচার্য্যের 'সুকান্তের শেষজীবন' ১৮১ পাতা দেখে মিলিয়ে নিতে পারেন। তারপর যাদবপুর হাসপাতাল। সেখানে কি সুখে ছিল সুকান্ত, লিখেছেন কমরেড হরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় —লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ২৪০ পাতায়। সুকান্তর সঙ্গে দেখা করতে গেলে সুকান্ত দুঃখ করে বলল ঃ কাল রাতে খাট থেকে পড়ে গিয়েছিলাম, সারারাত ঘুমোতে পারিনি। গরমে বড় কষ্ট হয়, দম নিতে পারি না, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আমাকে একটা টেবিল ফ্যান জোগাড় করে দিতে পার? মোহভঙ্গ আগেই হয়েছিল সুকান্তর, কিন্তু তীব্র ঘৃণা জাগেনি। ক্ষোভ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে। কারণ, কম্যুনিষ্ট পার্টির ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিরোধিতা, বিপ্লবীদের পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া তার ভালো লাগেনি। কবিতার মধ্যে তা কৌশলে জানিয়ে দিয়েছিল ঃ তাহলে বুঝবো তোমরা মানুষ নও, গোপনে গোপনে দেশদ্রোহীর পতাকা বও। মরার আগে স্পষ্ট ভাষায় বন্ধুকে চিঠিতে লিখেছে ঃ "আমার খবর? শরীর মন দুইই দুর্বল। অবিশ্রান্ত প্রবঞ্চনার আঘাতে আঘাতে মানুষ যে সময় পৃথিবীর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে ঠিক সেইসময় এসেছে আমার জীবনে।" এই আঘাত সুকান্তকে টাটা-বিড়লা কিম্বা সি. আই. এ. দেয়নি, দিয়েছে তার পার্টির বন্ধুরা। আবার লিখছে ঃ

"আজকাল চারিদিকে কেবল হতাশার শকুনি উড়ছে দেখছি। হাজার হাজার শকুনি ছেয়ে ফেলেছে আমার ভবিষ্যৎ আকাশ। প্রতীকী শব্দে জানিয়ে দিয়ে গেল সুকান্ত শকুনি কারা। বন্ধুকে লিখেছে সুকান্ত ঃ "অবিরাম আন্তরিক খাটুনির পুরস্কার হিসাবে কর্ত্তৃপক্ষের কাছ থেকে পেলাম যাতায়াতী খরচের জন্য পাঁচটি টাকা, আর পেলাম চারদিনের জন্য পার্টি হাসপাতালের ঔষধহীন কোমল শয্যা। এতবড় পরিহাসের সম্মুখীন জীবনে আর কখনও হইনি। চিহ্নিত প্রতিটি পত্রাংশ আছে মিহির সেনের 'পত্রগুচ্ছে সুকান্ত' পুস্তকে। মাথা ধরলে রাশিয়া যাবার কমরেড তখন দেশে প্রচুর। আর যন্ত্রণা হতাশায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর আগে কবিতা লিখেছে সুকান্ত—"ব্যর্থতা বুকে অক্ষম দেহ বহু অভিযোগ আমার ঘাড়ে।। দিনরাত শুধু চেতনা আমাকে নির্দ্দয় হাতে চাবুক মারে।। এখানে ওখানে পথ চলতেও বিপদকে দেখি সমুদ্যত।। মনে হয় যেন জীবনধারণ বুঝি খানিকটা অসঙ্গত।।" বিবেক বুদ্ধি যুক্তির দ্বার রুদ্ধ করাই হলো মার্ক্সবাদের প্রথম কাজ। তাহলে মিথ্যা কিম্বা আত্মপ্রবঞ্চনা নিয়ে আর কোন বিবেকের পীড়ন থাকে না। কোন কথা কিম্বা কাজের যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে বিচারের প্রয়োজন থাকে না। এর জ্বলন্ত প্রমাণ কমরেড মুজঃফর আহমেদ। তিনি কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং বাংলার পার্টির অভিভাবক। সবাই তাঁকে চাচা বলে থাকেন। সেই ব্যক্তি 'নিজেকে ক্ষমা করিনি' প্রবন্ধে গভীর দুঃখের সঙ্গে লিখেছেন ঃ একদিন ঢাকার শামসুদ্দিন আহমেদ আমার বাসায় এলেন। বল্লেন আমি সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের বাড়ী গিয়েছিলাম, দেখলাম সে যক্ষ্মা রোগক্রান্ত হয়েছে। আমার

পকেটে ৫টি টাকা ছিল তাই আমি তাকে দিয়ে এলাম। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম, একি অঘটন ঘটে গেল। আমি কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা, কম্যুনিষ্ট পার্টির বৃদ্ধ লোক আমি। ঢাকা হতে শামসুদ্দিন আহমদ এসে কিনা আমাকে সুকান্তের অসুখের খবর দিলেন। ভাবলাম আমার এই যে বিচ্যুতি তার জন্য আমি নিজেকে কি ক্ষমা করতে পারব কোনদিন? আমি কেন সুকান্তের খোঁজ নিলাম না। আপাতদৃষ্টিতে এই উক্তি কি সিমপ্যাথেটিক, কি হৃদয়গ্রাহী! কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করলে অনেক প্রশ্ন জেগে যায়! সুকান্ত কম্যুনিষ্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্রের একটি বিভাগের পরিচালক। তার কবিতা আবৃত্তি করে গান গেয়ে তাকে ভাঙিয়ে খাওয়া হচ্ছে। সুকান্তর মতো প্রতিভাধর ছেলে পার্টিতে পালে পালে ছিল না। তবু তার খোঁজ রাখার সময় ছিল না। শ্যামসুদ্দিনসাহেব সংবাদ দেবার পর তিনি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন? কিচ্ছু না। বিবৃতির কুম্ভীরাশ্রু মাত্র। এটাই মার্ক্সবাদের টেক্‌নিক। মুজঃফরসাহেবের কার্যক্ষেত্র ছিল খিদিরপুর, মেটিয়াবুরুজ, পার্কসার্কাস, রাজাবাজার। মুসলিম কমরেডদের ব্যাপারে তাঁর যত আগ্রহ হিন্দু কমরেডদের সম্পর্কে ততটাই উদাসীনতা। তাছাড়া তখন কমিউনিষ্ট পার্টি মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত ভাগের প্রস্তুতি নিচ্ছে—দেশ বিভাজন বড় না সুকান্তর জীবন বড়? তাই কমরেড চাচা সুকান্তর জন্য আগে পরে কিছুই করেন নি। বিষ্ণু দে, তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় সুকান্তর অসুখের খবর জানতেন আর মুজঃফরসাহেব জানতেন না, এটা বিনা প্রশ্নে মেনে **নেওয়ার নামই মার্ক্সবাদ। আর এক মার্ক্সবাদী**

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ধর্মতলায় সুকান্তর শোকসভায় বলেছেন ঃ সুকান্ত প্রাণ দিয়ে খেটেছে। সে কি আদর্শের জন্য না পার্টির জন্য? পার্টির জন্য হলে নেতৃস্থানীয়রা, আদর্শের জন্য হলে সেই আদর্শের অগ্রজ ধারকেরা যদি একটু ভাবতেন, দেখতেন, চেষ্টা করতেন, জোর করে কিছু বা ধমকে বাড়ী পাঠাতেন খেয়ে আসার জন্য, তাহলে হয়তো সুকান্তর ক্ষয়রোগ নাও হতে পারতো। ইনি আর এক প্রবঞ্চক মার্ক্সবাদী। এখন কংগ্রেসীদের হয়ে নির্বাচনে বক্তৃতা করেন। শারদীয়া সংখ্যায় মার্ক্সবাদ বিরোধী উপন্যাস লিখে ভালো পয়সা পান। তখন সুভাষবাবু কি করেছিলেন? তিনিও কি জানতেন না? তিনি, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত, সলিল চৌধুরী সব এক গ্রুপের লোক। সুকান্ত গান, কবিতা লিখে দিচ্ছে, সুর দিচ্ছেন সলিল চৌধুরী, গান গাইছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। "পথেই এবার নামো সাথী পথেই হবে পথ চেনা"— রাস্তাই এখন আমাদের রাস্তার মতো শ্লোগানের জন্মদাতা সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্তের জন্য একবার পথে নামতে পারতেন না? পারেন না। রাশিয়া এবং সারা পৃথিবীর কম্যুনিষ্ট দেশগুলি আজ দেউলিয়া ভিখারী এ কথা ভারতের মার্ক্সবাদীরা স্বীকার করতে পারে না! সত্যকে স্বীকার করার ক্ষমতা মার্ক্সবাদীদের থাকে না। ইসলাম যদি মানুষের মানসিকতাকে নিয়ে যায় মধ্যযুগীয় অন্ধকারে তাহলে মার্ক্সবাদ মানুষের মানসিকতাকে পৌঁছে দেয় একবারে প্রস্তরযুগে। দয়া, মায়া, স্নেহ, মমতা, বিবেক, বুদ্ধিবর্জিত এক নির্মম, নিষ্ঠুর, নিরেট প্রস্তরীভূত মানসিকতার নাম মার্ক্সবাদ। সুকান্ত এই মনোভাবের শিকার—তাই তার এই নির্দ্দয় পরিণতি।

আজ গোটা পৃথিবী পরিবর্তনের মুখে। প্রস্তর ভেদ করে লৌহ যবনিকার আস্তরণ তুলে উঠে আসছে নতুন পৃথিবী। মার্ক্সবাদকে কুলোর হাওয়া দিয়ে একের পর এক কম্যুনিষ্ট দেশ থেকে বিদায় করে দিচ্ছে। ভবিষ্যতের সুকান্তদের নিয়ে তাই আর কোন দুশ্চিন্তা নেই। ভারতের বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের অনেক কচি-কাঁচা সম্ভাবনাময় সুকান্তদের জন্য কিছু চিন্তা থেকেই যাচ্ছে। কারণ বাঙালীর সেরিব্রালের বৈশিষ্ট্য তাকে প্রেরণা দিচ্ছে লণ্ডনের লোকেদের তুলনায় মার্ক্সবাদটা সাতগেছিয়ার লোক বেশী বোঝে। এই বেশী বোঝার কারণে অধিক মূল্য দিতে হবে ভারতের মার্ক্সবাদী সমর্থক এবং অনুরাগীদের। বিশেষ ভাবে প্রগতিশীল অভিধায় আনন্দিত বঙ্গ সন্তানদের। নানাভাবে অবশ্য মূল্যায়ন শুরু হয়ে গেছে এখানে। তাই আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। তবে যারা সাহিত্যের অনুরাগী, কাব্যের প্রতি আসক্তিসম্পন্ন, প্রতিভাধরদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে সুকান্ত ফুটে ওঠার আগেই তাকে ঝরিয়ে দিয়েছে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির বাংলাভাষী অংশ। সুকান্তর বিকশিতরূপ বিশ্ববাসী দেখতে না পাওয়ার জন্য অপরাধী এরাই।

———